দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

60

ঝড়ে বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া ব্যাহত

ঝড়ে বিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে পুনঃ নির্মাণ ও মেরামতের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ঝড়ে বিধ্বস্ত

(৩য় পৃঃ পর)

ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

রামগড়: ঝড়ে বিধ্বস্ত রামগড় সদর উপজেলার কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। ঝড়ে বিধ্বস্ত সুকন্নাইপাড়া, যৌথ খামার এবং আদর্শ গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন আর ক্লাস হইতেছে না। আদর্শ গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ৫ বছর পূর্বে ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর আর পুনঃ নির্মাণ করা হয় নাই।

সরাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া: সাম্প্রতিক ঝড়ে সরাইল উপজেলার বুড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাউনির টিন উড়িয়া যায়। ইতিপূর্বে উঁই পোকা বিদ্যালয়ের দরজা জানালা নষ্ট করে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ব্যাহত হইতেছে।

বাগেরহাট: বাগেরহাট সদর উপজেলার ষাট গম্বুজ মাহমুদা খানম বালিকা বিদ্যালয়টি এক বছর পূর্বে ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। বর্তমানে কোন রকমে টিনের চালার নীচে ক্লাস নেওয়া হইতেছে। বর্ষা-মৌসুমের পূর্বেই বিদ্যালয়টি যথাযথভাবে পুনঃনির্মাণ করা দরকার।

দাউদকান্দি: সাম্প্রতিক ঝড়ে দাউদকান্দি বিশ্বরোডস্থ মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার সম্প্রসারিত ভবন এবং ডিচিকান্দি ইউনিয়নের দাসকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বিধ্বস্ত হয়।

লালমনিরহাট: গত ১৪ই এপ্রিল ঝড়ে লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের টিকটিকি হাটের দাখিল মাদ্রাসাটি বিধ্বস্ত হয়। মাদ্রাসায় প্রায় ৪ শত ছাত্র লেখাপড়া করিয়া আসিতেছে। মাদ্রাসাটি পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করার জন্য এলাকাবাসী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছে।

ভুয়া মার্কশিট দেখাইয়া বিদেশে বৃত্তি লাভের চেষ্টা

॥ কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥

ভুয়া মার্কশীট দেখাইয়া বিদেশে বৃত্তি লাভের বেশ কিছু ঘটনা সম্প্রতি ফাঁস হইয়াছে। এই জালিয়াতির সহিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

ভুয়া মার্কশীট

(১ম পৃঃ পর)

একটি সংঘবদ্ধ দল দীর্ঘদিন যাবৎ তৎপর রহিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়া সরকার প্রদত্ত এ বছরের বৃত্তি নিয়া জালিয়াতি ধরা পড়ে। চলতি বছর সোভিয়েট ইউনিয়ন ৯০টি, চেকোশ্লোভাকিয়া ৭টি এবং বুলগেরিয়া ৯টি বৃত্তি দিয়াছে। গত ৩০শে মার্চ ছিল মস্কোতে প্যানেল পাঠানোর শেষ সময়। এখন পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় নাম পাঠানো অব্যাহত রাখিয়াছে। গত ১৯শে মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯ জনের একটি তালিকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তালিকাটি ঢাকাস্থ সোভিয়েট দূতাবাসে পাঠাইয়া দেয়। ১৭ই এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে এক চিঠি দিয়া জানানো হয় প্রদত্ত ১৯ জনের মধ্যে দুইজনের মার্কশীট জাল। তাই মনোনয়ন বাতিল করা উচিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুনরায় এক চিঠিতে সোভিয়েট দূতাবাসকে দুইজনের নাম বাতিলের কথা জানায়। সোভিয়েট দূতাবাস বিস্ময় প্রকাশ করে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় পাঠানোর জন্য প্রথমে যে চিঠি পাঠানো হয় তাহা পরিবর্তনের জন্যও শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে চিঠি পাঠানো হয়। বলা হয়, যাহাদের নাম পাঠানো হইয়াছিল তাহাদের একজনের কাগজপত্র পাওয়া যাইতেছে না। বুলগেরিয়াতেও একইভাবে প্রথমে নাম পাঠানো হয়। পরে বাতিল করার কথা জানানো হয়।

একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গিয়াছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে গত মাসে একটি চিঠি পাঠানো হইয়াছিল। যাহা তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে ভুয়া। কারণ চিঠিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষরে হেরফের আছে। এই চিঠিতে দুইজনের মনোনয়ন বাতিলের কথা বলা ছিল। স্বাক্ষর ভুয়া থাকিলেও চিঠিতে অফিস আদেশের ক্রমিক নাম্বার সঠিক ছিল।